অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরদর্শন (God Vision) -- অবতার প্রত্যক্ষসিদ্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) -- আমি তাই দেখছি সাক্ষাৎ -- আর কি বিচার করব? আমি দেখছি, তিনিই এইসব হয়েছেন। তিনিই জীব ও জগৎ হয়েছেন।

"তবে চৈতন্য না লাভ করলে চৈতন্যকে জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়; শুধু মুখে বললে হবে না, এই আমি দেখছি তিনিই সব হয়েছেন। তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই! চৈতন্য লাভ করলে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়, কামিনী-কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না; বিষয়কথা শুনলে কষ্ট হয়।"

[*প্রত্যক্ষ (Revelation) -- নরেন্দ্রকে শিক্ষা --কালীই ব্রহ্ম*[১]]

"চৈতন্য লাভ করলে তবে চৈতন্যকে জানতে পারা যায়।"

বিচারান্তে ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন --

"দেখেছি, বিচার করে একরকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে একরকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেব -- এর নাম অবতার -- তিনি যদি তাঁর মানুষলীলা দেখিয়ে দেন, তাহলে আর বিচার করতে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না! কিরকম জানো? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘষতে ঘষতে দপ্‌ করে আলো হয়। সেইরকম দপ্‌ করে আলো যদি তিনি দেন, তাহলে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার করে কি তাঁকে জানা যায়?

ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল প্রশ্ন ও কত আদর করিতেছেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) -- কই কালীর ধ্যান তিন-চারদিন করলুম, কিছুই তো হল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন শক্তি বলে কই। যাঁকে তুমি ব্রহ্ম বলছো, তাঁকেই কালী বলছি।

"ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকাশক্তি ভাবতে হয়। কালী মানলেই ব্রহ্ম মানতে হয়, আবার ব্রহ্ম মানলেই কালী মানতে হয়।

"ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। ওকেই শক্তি, ওকেই কালী আমি বলি।"

---

[১] কালী -- God in His relations to the conditioned.
ব্রহ্ম -- The Unconditioned, the Absolute.

এদিকে রাত হয়ে গেছে। গিরিশ হরিপদকে বলিতেছেন, ভাই একখানা গাড়ি যদি ডেকে দিস -- থিয়েটারে যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- দেখিস যেন আনিস! (সকলের হাস্য)

হরিপদ (সহাস্যে) -- আমি আনতে যাচ্ছি -- আর আনবো না?

[*ঈশ্বরলাভ ও কর্ম -- রাম ও কাম*]

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) -- আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটারে যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- না, ইদিক-উদিক দুদিক রাখতে হবে; 'জনক রাজা ইদিক-উদিক দুদিক রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটি।" (সকলের হাস্য)

গিরিশ -- থিয়েটারগুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- না না, ও বেশ আছে; অনেকের উপকার হচ্ছে।

নরেন্দ্র (মৃদুস্বরে) -- এই তো ঈশ্বর বলছে, অবতার বলছে! আবার থিয়েটার টানে।